রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ২১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৩, ২০১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫১—৩৫৫	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৩—৬৭২	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৩১—৬৪৬	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

আদেশ

"দি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩" (রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ২৬ নং আদেশ)-এর আর্টিকেল ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, এতদ্বারা বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক (ডাঃ) মোহাম্মদ সিরাজুল আকবর এমপি, ১২৭, দারুসসালাম মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৬-কে ০৮-০৩-২০১২ তারিখের আদেশের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় মেয়াদের মধ্যে ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করিলাম।

মোঃ জিল্লুর রহমান
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ও
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-৩ শাখা

bs ¯vcKg/nvm-3/wKwbK-5/93(Ask-1)/61 ZvwiL:-27-02-2013 wL;

আবু তাহের
যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ১৩ মার্চ ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৬/৮২-১৫৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে

ড. মোঃ আকবর আলী (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

আপনাকে জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, পিতা মৃত মোঃ নেছার উদ্দিন, গ্রাম উত্তর আইচা, ডাকঘর উত্তর আইচা, ওয়ার্ড নং ০৮, উপজেলা চরফ্যাশন, জেলা ভোলা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ১১নং রসুলপুর ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ২৯ ফাল্গুন ১৪১৯/১৩ মার্চ ২০১৩

নং ৪১.০৩৬.০০১.০০.০০.০০৬.২০১০/১৯৩—যেহেতু, আপনি জনাব প্রকাশ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোয়ালমারী, ফরিদপুর (সংযুক্তিতে শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ) প্রাক্তন কর্মস্থলে সহকারি পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কর্মকালীন সময়ে আপনার বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নিমিত্তে উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হলো তিনি শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর জনবল উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সময় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে বাদপড়া ৮ জন কর্মচারীর ডুপ্লিকেট হাজিরা খাতায় ফ্লুইড মেরে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করে অব্যহতভাবে কর্মরত দেখিয়ে তাদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করেছেন;

যেহেতু, আপনার এ ধরণের কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচনের সামীল গণ্যে আপনাকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (নম্বর ১৮, তারিখ ২৮-১২-২০১০) দায়ের করা হয়। অতঃপর আপনার বরাবর 'অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী' প্রেরণ করা হলে আপনি লিখিত জবাব দাখিলসহ ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। যথানিয়মে আপনার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য বক্তব্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা হয়।

অতএব, জনাব প্রকাশ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোয়ালমারী, ফরিদপুর (প্রাক্তন কর্মস্থল সংযুক্তিতে সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার নথি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় তার বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার (মামলা নং ১৮, তারিখ ২৮-১২-২০১০) অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বিধায় উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ০৫ ফাল্গুন ১৪১৯/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং স্বাপকম/শৃং-১/১-৮১/২০০৫/১৬৬—যেহেতু, ডাঃ মোসাম্মদ হামিদা খানম (৪০০৭৩), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ ১১-০১-২০০৫ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরাখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোসাম্মদ হামিদা খানম (৪০০৭৩), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১১-০১-২০০৫ হতে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৮.২০১২-২০৪—যেহেতু, ডাঃ আফরোজা খানম (কোড ৩১১৩৩), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), গাইনী ও অবস, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা (প্রাক্তন সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী), সদর হাসপাতাল, নড়াইল) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১০-০২-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান, তাঁর স্বামীর খুলনায় চাকুরির অবস্থানের কারণে এবং তার শ্বাশুড়ীর অসুস্থতার জন্য কর্মস্থলে অবস্থান না করলেও তিনি প্রয়োজনে প্রায়ই সন্ধ্যা/রাত পর্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করে অপারেশনসহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আফরোজা খানম (কোড ৩১১৩৩), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), গাইনী ও অবস, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা (প্রাক্তন সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী), সদর হাসপাতাল, নড়াইল) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তবে তাঁকে দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকার জন্য বলা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৯.২০১২-২০৬—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আশরাফ উল হক (কোড ৩৩২২৪), সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী), সদর হাসপাতাল, নড়াইল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৩-০১-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, তিনি গত ১৩-০৫-২০১২ তারিখ নড়াইল সদর হাসপাতালে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে হাসপাতালের ডরমেটরিতে বরাদ্দ নিয়ে নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে নিয়মিতভাবে অফিস করে আসছেন। তিনি বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী সন্তানদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য অতীব জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কখনও কুষ্টিয়া ও ঢাকাতে যান। তার দীর্ঘ চাকুরি জীবনে প্রতিপর্যায়েই তিনি নিষ্ঠা, যত্ন ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অর্পিত দায়িত্ব পালনে যত্নবান হবেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আশরাফ উল হক (কোড ৩৩২২৪), সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী), সদর হাসপাতাল, নড়াইল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তবে তাঁকে ভবিষ্যতে কর্মস্থলে থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেয়া হল।

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৯/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৭.২০১১-২২৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (১০৬৩৫৫), সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, মেডিকেল অফিসার (সিডিডি), সিভিল সার্জন অফিস, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০১-১২-২০১১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করলেও তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন "ডাঃ মোঃ জাহাংগীর আলম (১০৬৩৫৫), মেডিকেল অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সিডিডি, সিভিল সার্জন অফিস, নারায়ণগঞ্জ-এর চাকুরি প্রকল্পের, রাজস্বখাতভুক্ত নয় বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষই মতামত প্রদানের ক্ষমতাবান মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছে;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (১০৬৩৫৫), সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, মেডিকেল অফিসার, সিডিডি, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ-কে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.১১৬.০১.০০.০০৩.২০১২-১৮৫—যেহেতু, ডাঃ মোঃ রাকিবুল হক (৪১৯৪৭), মেডিকেল অফিসার, মাগুরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৪-০২-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, ১৩-০২-২০১২ তারিখে ডাক্তারী সনদ তিনি উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে বোর্ড গঠনের বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেন তাঁর প্রদত্ত ডাক্তারী সনদটি মিথ্যা ছিল না, তবে সনদ প্রদানে ও মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেন। একই সাথে তিনি এ অনিয়মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ রকম সনদপত্র ইস্যু করবেন না বলে জানান;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ রাকিবুল হক (৪১৯৪৭), মেডিকেল অফিসার, মাগুরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

তারিখ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৬০/২০০৮-২২৪—যেহেতু, ডাঃ সাইদা বেগম (৩৫৫০৬), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে গত ০১-০৩-২০১০ তারিখ হতে স্বেচ্ছা অবসর চেয়ে আবেদন করেছেন মর্মে জানিয়েছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সাইদা বেগম (৩৫৫০৬), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাকে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪১৯/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০৩.০০.০০.০০৩.২০১০-৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (বর্তমানে ফুলছড়ি, গাইবান্ধা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য বোর্ড গঠন করা হয়;

যেহেতু, বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (বর্তমানে ফুলছড়ি, গাইবান্ধা) কে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করলেও তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, তাকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (বর্তমানে ফুলছড়ি, গাইবান্ধা)-কে আদেশ জারির তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ মে ২০১৩

নং ১৭.০০.০০০০.০০৯.০৬.০০৩.০৫-২৫৫—নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯-এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) পর্যালোচনার জন্য নিম্নরূপ সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হল ঃ

সভাপতি

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ

সদস্যবৃন্দ

(২) সকল নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ

(৩) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব বা তদূর্ধ্ব)

(৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব বা তদূর্ধ্ব)

সদস্য-সচিব

(৫) সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

কার্যপরিধি ঃ

কমিটি সময়ে সময়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশমালা প্রস্তুত করবেন।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখের নিকস/প্র-১/কমিটি গঠন/১(৪০)/২০০৬/২৪২ নং প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আদেশক্রমে

মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থাপন-১)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-০২
ঘ-ফরম
এল, এ কেস নং-২৩(W)/৭০-৭১

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৫২.২১২.১২-৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৯-১১-৭৬ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো ঃ

(ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণ-০২ শাখার স্মারক নং ৩১.০০.০০০০. ০৪৮.৫২.২১২.১২-৫৩৭, তারিখ ২১-১০-২০১২ খ্রিঃ)

তফসিল

মৌজা চর কচ্ছপিয়া, জে. এল. নং ১০৩, উপজেলা চরফ্যাশন, জেলা ভোলা।

দাগ নম্বর (এস, এ)	মোট জমির পরিমাণ (একর)
৪৯২৭ ও ৪৯৩৮ পূর্ণ। ৫১২, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৪, ৫৪৮, ৫৫০, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৮, ৭২১, ও ৭২২ আংশিক।	৫৪.৯৬

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর এল, এ, শাখায় দেখা যেতে পারে।

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৯

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/২০ মে ২০১৩

নং শাঃ-৯/(কলেজ-৪)সঃকঃ-৬/২০০৯/২২০—ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলাধীন "বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রী কলেজ" কে ১৪-০৫-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

তারিখ, ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/২১ মে ২০১৩

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-৪/২০০৯/২২৩—খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন "বঙ্গবন্ধু কলেজ" কে ১৪-০৫-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-৬/২০১১/২২৪—খুলনা জেলার খালিশপুর মেট্রো থানাধীন "হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ" কে ১৪-০৫-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং শিম/শাঃ-৯/(কলেজ-৪) সঃকঃ-৮/২০১০/২২৫—যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন "বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রী কলেজ" কে ১৪-০৫-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং ৩৭. ০০৯. ০১৮. ০৮. ০০. ০০৩. ২০১০/২২১—সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন "শ্যামনগর মহসীন ডিগ্রী কলেজ" কে ১৪-০৫-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাকিউন নাহার বেগম
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ৮ মে ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৫০/০৪-৩৩৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আরজ আলী, পিতা মৃত মোঃ আব্দুল হক মোল্লা, গ্রাম চন্দ্রদিঘলিয়া, ডাকঘর চন্দ্রদিঘলিয়া, থানা ও জেলা গোপালগঞ্জ।) এই আইন ও উহার প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৪নং চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।